বাংলাদেশ-জাপান সহযোগিতা জোরদারে ৪ সমঝোতা স্মারক সই



ছবি: সংগৃহীত

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের জাপান সফরে দুই দেশের মধ্যে অর্থনীতি, কৃষি, দক্ষতা উন্নয়ন ও জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা বাড়ানোর লক্ষ্যে একাধিক চুক্তি ও সমঝোতা হয়েছে। বুধবার (২৮ অক্টোবর) দুই দেশের প্রতিনিধিরা চারটি সমঝোতা স্মারক, দুটি অনুদান চুক্তি এবং একটি অভিপ্রায়পত্রে সই করেন।

এসব উদ্যোগের মাধ্যমে বাংলাদেশের উপকূলীয় নিরাপত্তা জোরদার, ব্যবসা ও বিনিয়োগের পরিবেশ উন্নয়ন, কৃষি ও মৎস্য খাতে পারস্পরিক সহযোগিতা এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে কাজ করার পরিকল্পনা রয়েছে। পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় দুই দেশের যৌথ উদ্যোগ বাড়ানোর বিষয়টিও এতে গুরুত্ব পেয়েছে।

চুক্তির আওতায় বাংলাদেশের উপকূলীয় নিরাপত্তা সক্ষমতা বাড়াতে টহলজাহাজ সরবরাহের জন্য একটি অনুদান চুক্তি করা হয়েছে। অর্থনৈতিক সম্পর্ক উন্নয়ন ও ব্যবসার অনুকূল পরিবেশ তৈরিতে জাপানের অর্থনীতি, বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশের অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের মধ্যে সমঝোতা স্মারক সই হয়েছে।

কৃষি খাতে সহযোগিতার জন্য জাপানের কৃষি, বন ও মৎস্য মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশের কৃষি মন্ত্রণালয়ের মধ্যে চুক্তি হয়েছে। এ ছাড়া দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি (ইএসডিপি) বাস্তবায়ন ও কর্মসংস্থানসংক্রান্ত বিষয়ে দুই পক্ষ সমঝোতায় পৌঁছেছে।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতেও সহযোগিতা বাড়াতে জাপানের কৃষি, বন ও মৎস্য মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশের মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সমঝোতা স্মারক সই হয়েছে। অন্যদিকে, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় যৌথ কার্যক্রম সম্প্রসারণে জাপানের পরিবেশ মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশের পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় একটি অভিপ্রায়পত্রে (এলওআই) সই করেছে।

জাপানের প্রধানমন্ত্রী সানায়ে তাকাইচির আমন্ত্রণে গত সোমবার (২৬ অক্টোবর) চার দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে জাপান যান তারেক রহমান। তাঁর সফরসঙ্গীদের মধ্যে রয়েছেন অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী, পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হুমায়ুন কবির, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যানসহ উচ্চপর্যায়ের একটি প্রতিনিধিদল।

সফরকালে জাপান আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সংস্থার (জাইকা) প্রেসিডেন্ট, জাপান ব্যাংক ফর ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশনের (জেবিআইসি) গভর্নর এবং জাপান এক্সটার্নাল ট্রেড অর্গানাইজেশনের (জেট্রো) প্রেসিডেন্টের সঙ্গে বৈঠকের পরিকল্পনাও রয়েছে।

দুই দেশের দীর্ঘদিনের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ককে আরও কার্যকর অংশীদারত্বে উন্নীত করা, প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগ বাড়ানো এবং বাণিজ্য ও বিনিয়োগের নতুন ক্ষেত্র উন্মোচন এ সফরের অন্যতম লক্ষ্য। সংশ্লিষ্ট উদ্যোগগুলো বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশ ও জাপানের মধ্যে অর্থনৈতিক ও কৌশলগত সহযোগিতা আরও বিস্তৃত হওয়ার সুযোগ তৈরি হবে।